e -সংযোগ

কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দিরের একটি উদ্যোগ

জুলাই, ত্রয়োদশ সংখ্যা

প্রধান শিক্ষিকার কলমে

গত ২০২১ সালের জুলাই মাসে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে সন্ত্রস্ত এবং প্রায় গৃহে অবরুদ্ধ, আমাদের সন্তানসম ছাত্রীরা গৃহে বন্দীজীবন কাটাচ্ছে, তখনই তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে, তাদের মন ভাল রাখতে, তাদের ভয় কাটিয়ে, সাহস জোগাতে, সিলেবাসের অতিরিক্ত কিছু জানাতে, সর্বোপরি তাদের একঘেয়েমি কাটাতে শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী সকলের প্রচেষ্টায়, বিদ্যালয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী কিছু মানুষের শুভেচ্ছায় এই 'e- সংযোগের' পথ চলা শুরু হয়। এই হিতাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে প্রথমেই কৃতজ্ঞচিত্তে নাম স্মরণ করছি, হুগলী জেলার জেলাশাসক মাননীয়া ডাঃ পি দিপাপপ্রিয়া (আই এ এস), মহোদয়ার, যাঁর শুভেচ্ছাবার্তা আমরা প্রথম সংস্করণে প্রকাশ করেছিলাম। এছাড়া স্মরণ করছি চন্দননগর পৌরনিগমের মাননীয় কমিশনার শ্রী স্বপন কুমার কুন্ডু মহাশয়ের নাম, যিনি সর্বদা আমাদের এই প্রয়াসের প্রশংসা করে এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেন।

এছাড়া এই একবছরে, বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীসহ বহু শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষ আমাদের 'e- সংযোগে' লেখা দিয়ে 'e-সংযোগকে' সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করছি। বর্তমান ছাত্রীরা আরো বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণ করলে 'e-সংযোগ' আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে বলে আশা রাখি।

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পরে, ছাত্রীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ের উপস্থিত হতে পারছে, তাদের আগমনে বিদ্যালয়গুলিও প্রান ফিরে পেয়েছে। ২০২২ সালের 1st Summative পরীক্ষাও সম্পন্ন হয়েছে। করোনায় ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে নিয়মিত না আসার কারণে, পড়াশোনার সাথে সাথে আরো বহু সুঅভ্যাসের গঠন ও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। নতুনভাবে তাদের গড়ে তুলতে, যাতে তারা বিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, তার গুরু দায়িত্ব শিক্ষিকাদেরই নিতে হবে। সেকারণে Syllabus এর পড়ার সাথে সাথে Value Education, Career Councilling, Innovation ইত্যাদি শিক্ষাদানের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। এছাড়া বিদ্যালয়ে Academic দিকের সাথে সাথে, Sports Activity ও Cultural Activity গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে হবে যাতে ছাত্রীদের, পজিটিভ মানসিকতা, টিমস্পিরিট, Self-Confidence এর মতো গুনগুলির বিকাশ ঘটে। নিজের প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পেলেই, পড়াশোনার মান ও বৃদ্ধি পাবে, তাদের জীবন ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

এই সংখ্যায়

সামনে জীবন তৈরী হও:-

গণিত শিক্ষার গুরুত্ব ও কেরিয়ার নিয়ে এই সংখ্যায় আলোকপাত করেছেন গণিত-এর সহ শিক্ষিকা।

বিশেষব্যক্তিত্ব ও পরশপাথর:-

পেন প্রিন্টার প্রাইজের সম্বন্ধে ও আলতাফ মামুদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী রূপা ঘোষ। একই সাথে ছাত্রীদের জীবন বোধ ও মূল্যবোধ রেখাপাত করতে মনিষীদের বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছেন।

ডাক্তারবাবুর পরামর্শ:-

এই সংখ্যায় থাইরয়েড সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেছেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ডাঃ সম্প্রীতি সাধুখাঁ।

নিয়মিত বিভাগ:-

ভেবে দেখো :- রুচিরা চ্যাটার্জ্জী।
কমিক্স:- শিক্ষিকা শ্রীমতী কুমকুম নাইয়া।
ওলটপালট:- শিক্ষিকা মিতালী দাশগুপ্ত
মগজাস্ত্র:- শিক্ষিকা মিতালী দাশগুপ্ত

পরিবেশ ও বিজ্ঞান:-

চন্দ্রকন্দরে মানব এবং বিরল পাখির আবাস এই দুই বিষয়ের ধারণা ছাত্রীদের মধ্যে এবারের সংখ্যায় তুলে ধরেছেন প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী রূপা ঘোষ।

সামনে জীবন তৈরী হও

কেমন ভাবে অংক শিখবে

গণিত সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের ধারণা সাধারণত দ্বিমুখী। কিছু ছাত্রছাত্রীদের কাছে গণিত বিষয়টি অন্যান্য সব বিষয়ের থেকে সবচেয়ে বেশী মনোগ্রাহী আবার কিছুজনের কাছে এটি সবচেয়ে ভীতিপ্রদ বিষয়। এইরকম সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী চিন্তাভাবনার একমাত্র কারণ হল যাদের কাছে বিষয়টি প্রাথমিক স্তর থেকেই আগ্রহপূর্ণভাবে গ্রহন না করে কোনো রকমে পরীক্ষায় উত্তীর্ন হতে হবে এই ভেবে পড়ে এসেছে। কিন্তু এইসকল তথাকথিত গণিতে দূর্বল ছাত্রছাত্রীরা যদি ভালোবেসে গণিতকে আগ্রহ নিয়ে শেখার চেষ্টা করে তবে তারাও গণিতে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারবে। অর্থাৎ, গণিতে দক্ষ হতে হলে প্রথম পদক্ষেপ হল গণিতে ভয় দূর করে গণিত শেখার আগ্রহ তৈরী করতে হবে।

এখন বিষয়গত দিকগুলি আলোচনা করলে প্রথমেই যেটা বলতে হবে সেটা হল গণিতের সূত্র ও তার প্রয়োগ।বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গণিতের বিভিন্ন সূত্রগুলি কুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে। শুধু তাই নয় কোন্ সূত্রটি কোথায় প্রয়োগ করতে হবে সেটি খুব ভালোভাবে বুঝে বারংবার অনুশীলনের মাধ্যমে সূত্রটির যথাযথ ব্যবহার করা শিখতে হবে।

পাটিগণিতের সমস্যাগুলি সমাধান কারার পূর্বে বারংবার পড়ে সমস্যার মধ্যে প্রদত্ত বিষয়গুলি ও নির্ণায়ক বিষয়টি কি আছে তা বুঝতে হবে। সেক্ষেত্রে সমস্যা সমাথান করা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কন করার সময় ছাত্রছাত্রীদের অনেকবশি অনুশীলন করে চিত্রটি নিঁখুত করতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কনের ব্যবহার্য উপকরণগুলি যথাযথ হওয়াটাও আবশ্যক। জ্যামিতিক উপপাদ্যগুলি সম্পর্কে অনেক ছাত্রছাত্রীদের ভুল ধারণা আছে। উপপাদ্যগুলি কখনই মুখস্থ করার বিষয় নয়। এক্ষেত্রে উপপাদ্য সংক্রান্ত চিত্র অঙ্কন করে তার প্রদত্ত বিষয়টি জেনে নিয়ে প্রমাণটি ভালো করে বুঝে নিতে হবে। এরপর খাতায় উপপাদ্য সংক্রান্ত চিত্রটি অঙ্কন করে নিজে নিজে প্রমাণটি অনুশীলন করতে হবে।

তবে গণিতে দক্ষ হতে হলে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হল অনুশীলন। বারংবার অনুশীলন করলে মনোসংযোগ বাড়বে এবং গণনাতেও নির্ভউল হতে পারবে। তবে অনুশীলন করারও কিছু নিয়ম আছে। প্রতিদিন গণিত অনুশীলন করা আবশ্যক। একদিন অনেক বেশী অনুশীলন করে তিনদিন অনুশীলনে অবহেলা করলে প্রকৃতপক্ষে কোনো সুফল পাওয়া যাবে না। সর্বোপরি পুরাতন অধ্যায়ের অনুশীলনীও কিছুদিন অন্তর পুনরায় অভ্যাস করা উচিত।

সকল আলোচনার শেষে এই সারমর্ম পাওয়া গেল যে গণিতকে ভালোবেসে অনুশীলনের মাধ্যমে গণিতকে ভালোবেসে অনুশীলনের মাধ্যমে গণিতে নিপুণ হতে হবে।

শুধুমাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে রি ধারণা থেকে সরে এসে ছাত্রছাত্রীদের গণিতে আগ্রহী হয়ে উঠতে হবে। তাই কবির ভাষায় বলতে হয় ''পশ্চাতে রেখেছ যারে যে তোমারে পশ্চাতে টানিছে''- গণিতকে পিছনে ফেলে না রেখে তাকে আপন করে নিজের কাছে টেনে নিলে তবেই সে তোমাকে ধরা দেবে নইলে সেও তোমাকে দিনে দিনে পশ্চাতে টানিবে। তাই সকলকে করি আহ্বান-

'' এসো সবাই মিলে ভয় ভুলে অঙ্ক করি
আর্যভট্টের দেশটাকে আবার বিশ্বজগতে তুলে ধরি''।।

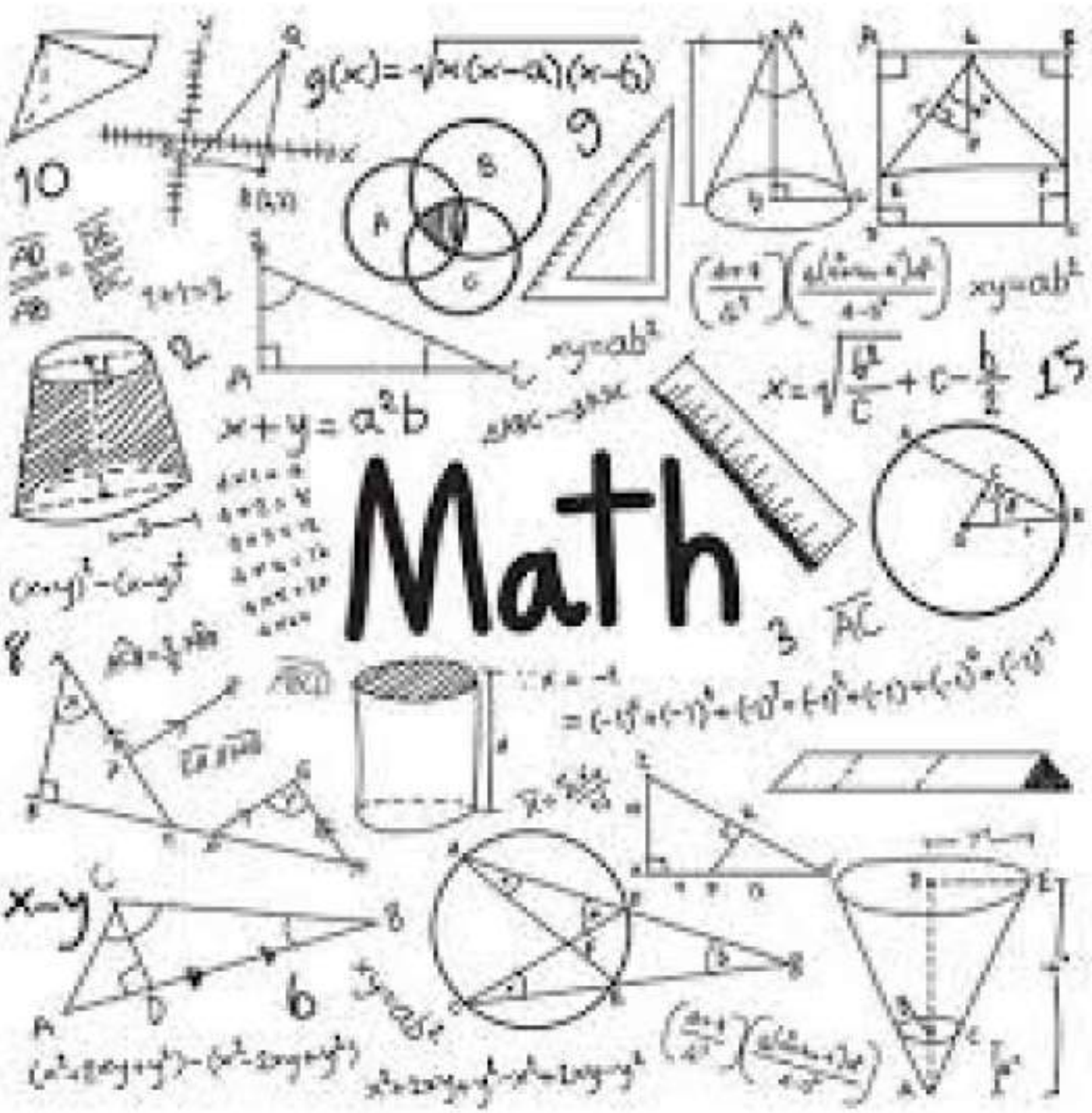

ডাক্তারবাবুর পরামর্শ

দৈনন্দিন জীবনে থাইরয়েডের সমস্যা এবং তার নিরাময়

ডাঃ সম্প্রীতি সাধুখাঁ, MD

Nilratan Sircar Medical College and Hospital

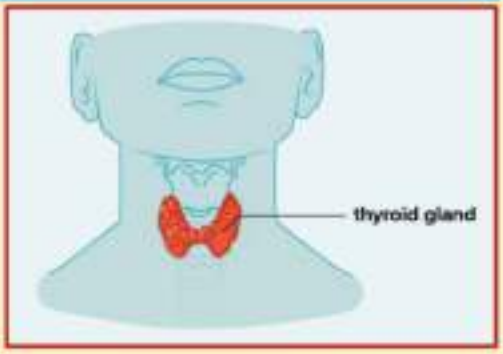

থাইরয়েডের সমস্যা এই কথাটির সাথে আমরা কম বেশি সকলেই পরিচিত। প্রায় ৫০ মিলিয়ন ভারতবাসী থাইরয়েড সমস্যায় আক্রান্ত যা প্রজনন ক্ষমতাশীল মহিলাদের মধ্যে সর্বাধিক দেখা যায়। প্রতিটি মানুষের শরীরে থাইরয়েড নামক গ্রন্থি বর্তমান যার থেকে নিঃসৃত হয় হরমোন থাইরক্সিন (T4), Triiodothyronine (T3)।

শরীরের মেটাবলিজম, হৃদপিন্ডের কাজ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ রাখা, মস্তিষ্কের বিকাশ, মেয়েদের ঋতুস্রাব নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে এই হরমোন। থাইরয়েড হরমোন তৈরির মূল উপাদান হল আয়োডিন যেটি আয়োডাইজড লবন থেকে আসে। যারা প্রতিদিন আয়োডাইজড লবণ খাবারের সাথে গ্রহণ করে তাদের থাইরয়েডের সমস্যা তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়।

চলমান গাড়ির জন্য যেমন তেল প্রয়োজন সেরকমই আমাদের শরীরকে সক্রিয় রাখতে থাইরয়েড হরমোন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। হাইপোথাইরয়েড এর ক্ষেত্রে শরীরের থাইরয়েড হরমোন কমে যায় অর্থাৎ গাড়িতে তেল কমে যাওয়ার মত আমাদের শরীররূপী গাড়ির গতিও কমে যাওয়ায় বিভিন্ন সমস্যা যেমন ওজন বেড়ে যাওয়া, ঠান্ডা সহ্য করতে না পারা, ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া, চুল ভঙ্গুর হয়ে যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, ঋতুস্রাবের সমস্যা,ক্লান্তি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকট হয়।

হাইপার থাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া ,গরম সহ্য করতে না পারা, হাত-পা কাঁপতে থাকা, ঋতুস্রাব কম হওয়া, চোখ বড় হয়ে যাওয়ার মত উপসর্গ দেখা দেয়।

হাইপোথাইরয়েডে চিকিৎসা যদি গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে অবহেলিত থাকে তাহলে শিশুর মানসিক শারীরিক বিকলাঙ্গ ওজন ঠিক না হওয়া এমনকি গর্ভপাত হতে পারে। প্রতিটি গর্ভবতী মায়ের থাইরয়েডের পরীক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রোগ নির্ণয়ের জন্য থাইরয়েড প্রোফাইল টেস্ট, গলার ইউএসজি, গলার সিটি স্ক্যান করা হয়ে থাকে। গলার সামনে কোন ফোলা থাকলে ছুঁচ ফুটিয়ে পরীক্ষা করা হয় যেটাকে FNAC বলা হয়।

থাইরয়েড ফাংশন টেস্টের ব্যাখ্যা চার্টের মাধ্যমে দেখানো হলো।

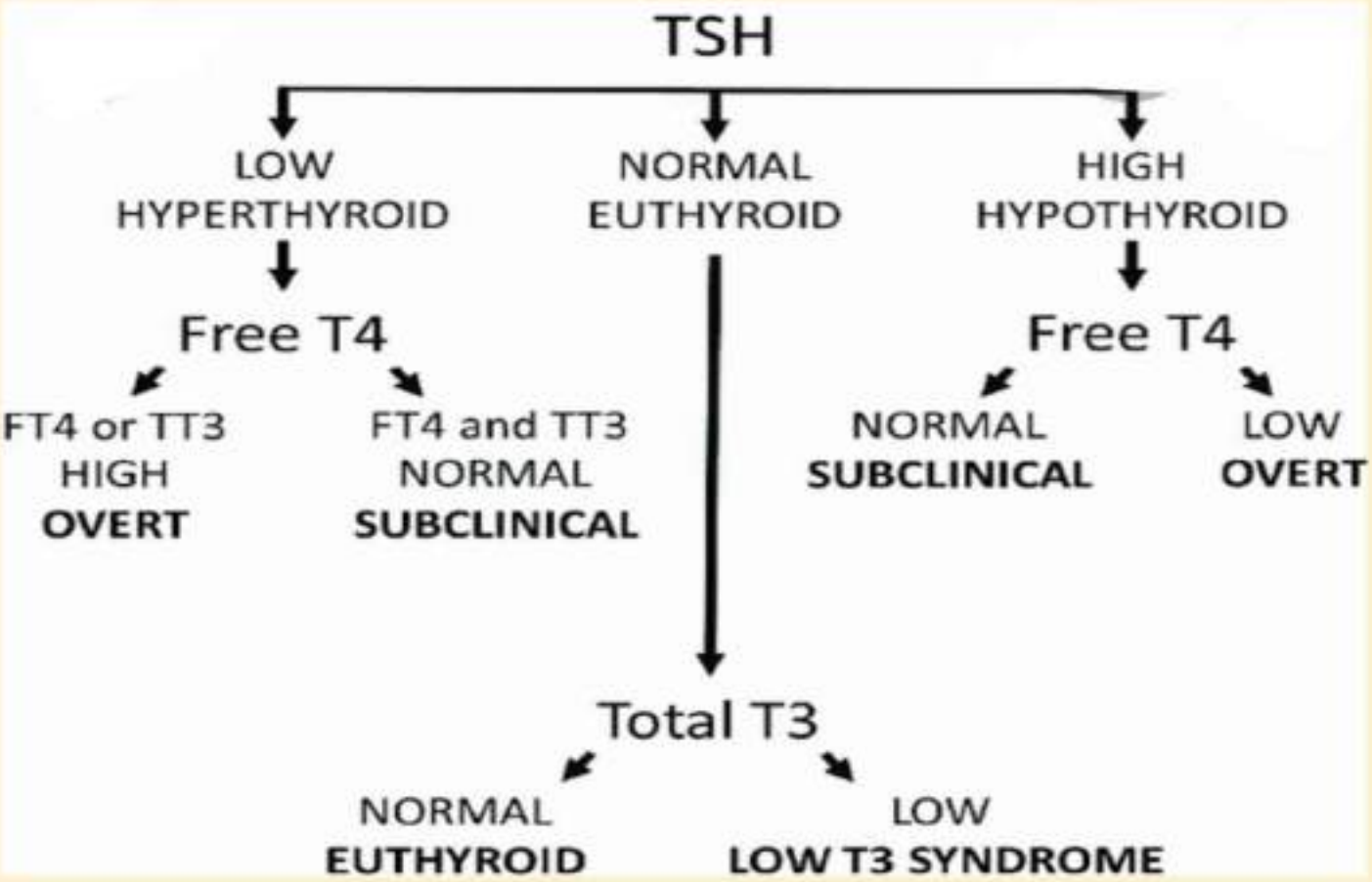

থাইরয়েড রোগীর ডায়েট

ডায়েটের মধ্যে goitrogen অর্থাৎ যা থাইরয়েড গ্রন্থিতে আয়োডিনের প্রবেশ বন্ধ করে যেমন মূলো ,পালং শাক, বাঁধাকপি, ফুলকপি , soya প্রোডাক্ট এড়িয়ে চলা উচিত। রান্নার মাধ্যমে এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের goitrogenic প্রপার্টি নষ্ট হয়ে যায়। তাই এইগুলি কখনোই কাঁচা খাওয়া উচিত নয়।

উল্লেখযোগ্য ভাবে সব থাইরয়েডের সমস্যার জন্য ওষুধের প্রয়োজন নেই। Overt হাইপোথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে Tablet Thyroxin নিজের ওজন অনুযায়ী প্রতিদিন নিয়মিত খালি পেটে খেতে হয়।

Subclinical হাইপো থাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে যদি রোগীর উপসর্গ দেখা দেয়, বা রোগী প্রেগনেন্ট থাকেন বা প্রেগনেন্সির জন্য চিন্তা ভাবনায় থাকেন বা গলার সামনে থাইরয়েড

গ্রন্থি ফোলা থাকলে অতি নিম্নমাত্রায় থাইরয়েডের ওষুধ শুরু করতে হয়। নতুবা ওষুধ গ্রহণের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। বছরে নিয়মিত থাইরয়েডের পরীক্ষা করলেই নিশ্চিন্তে থাকা যায়।

সকল হাইপো থাইরয়েড রোগীর ওষুধ খাওয়ার যে প্রয়োজন পড়ে না তা চার্টের মাধ্যমে দেখানো হলো ।

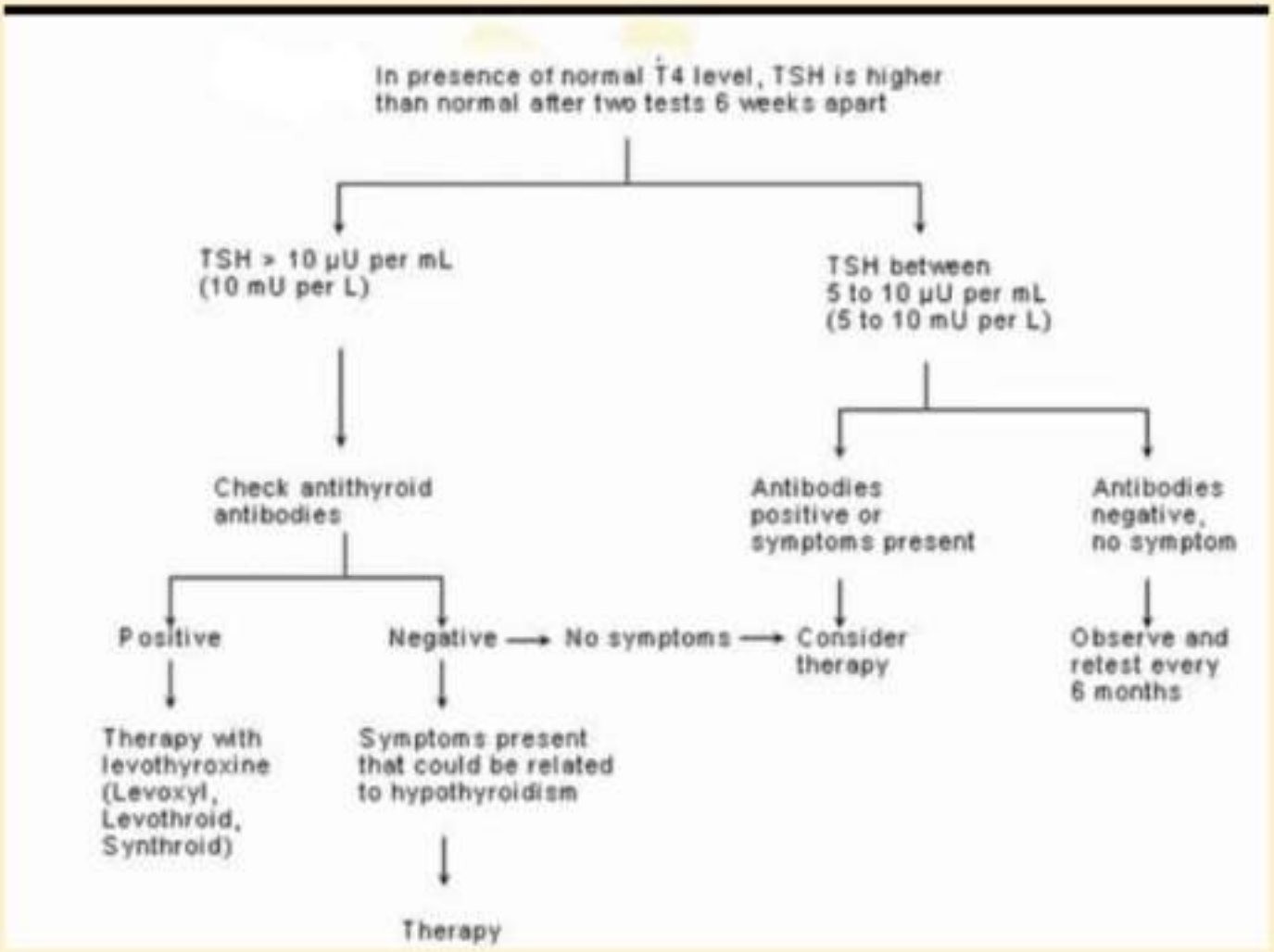

হাইপার থাইরয়েডিজম এর ক্ষেত্রে বিটা ব্লকার, Propylthiouracil, Carbimazole, radioiodine therapy, এমনকি সার্জারি করা হয়ে থাকে।

মনে রাখতে হবে থাইরয়েড একটি নিয়ন্ত্রণ যোগ্য কিন্তু নিরাময় যোগ্য রোগ নয়। তাই এর জন্য নিয়মিত ওষুধ খাওয়া, এক্সারসাইজ করা, হেলদি ডায়েট গ্রহণ করা, শরীরের ওজন টার্গেট রেঞ্জে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

পরিবেশ ও বিজ্ঞান

চন্দ্রকন্দরে মানব

আবার চাঁদের মাটিতে পা রাখতে পারে কোনও মানুষ-হয়তো কোনও কৃষ্ণাঙ্গ, এবং নারী এমনই প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে নাসা।

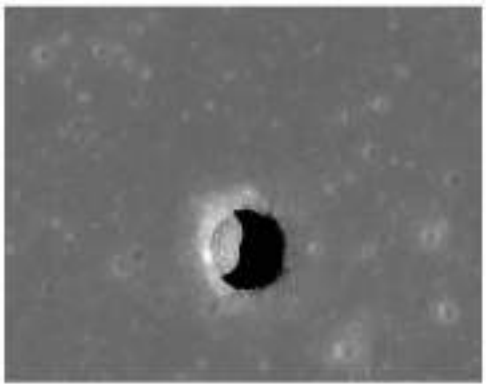

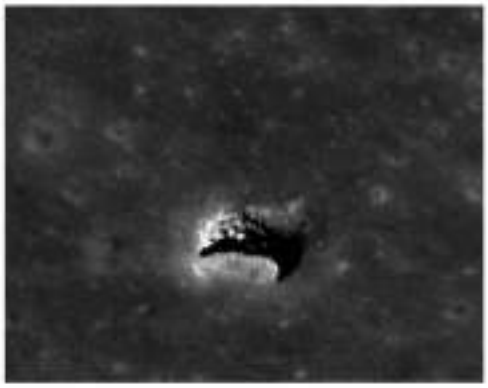

চাঁদে ১২৭ ডিগ্রি কিংবা মাইনাস ১৭৩ ডিগ্রির খামখেয়ালের ভিতরেই জানা গিয়েছে, চন্দ্রপৃষ্ঠে লুনার ক্রেটার্স বা চন্দ্রকন্দরে তাপমাত্রা থাকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি, অর্থাৎ মানুষের পক্ষে সহনীয় । তাই চন্দ্র অভিযানে এমন গুহাগুলিকেই করা হতে পারে ভবিষ্যতের ঘাঁটি।

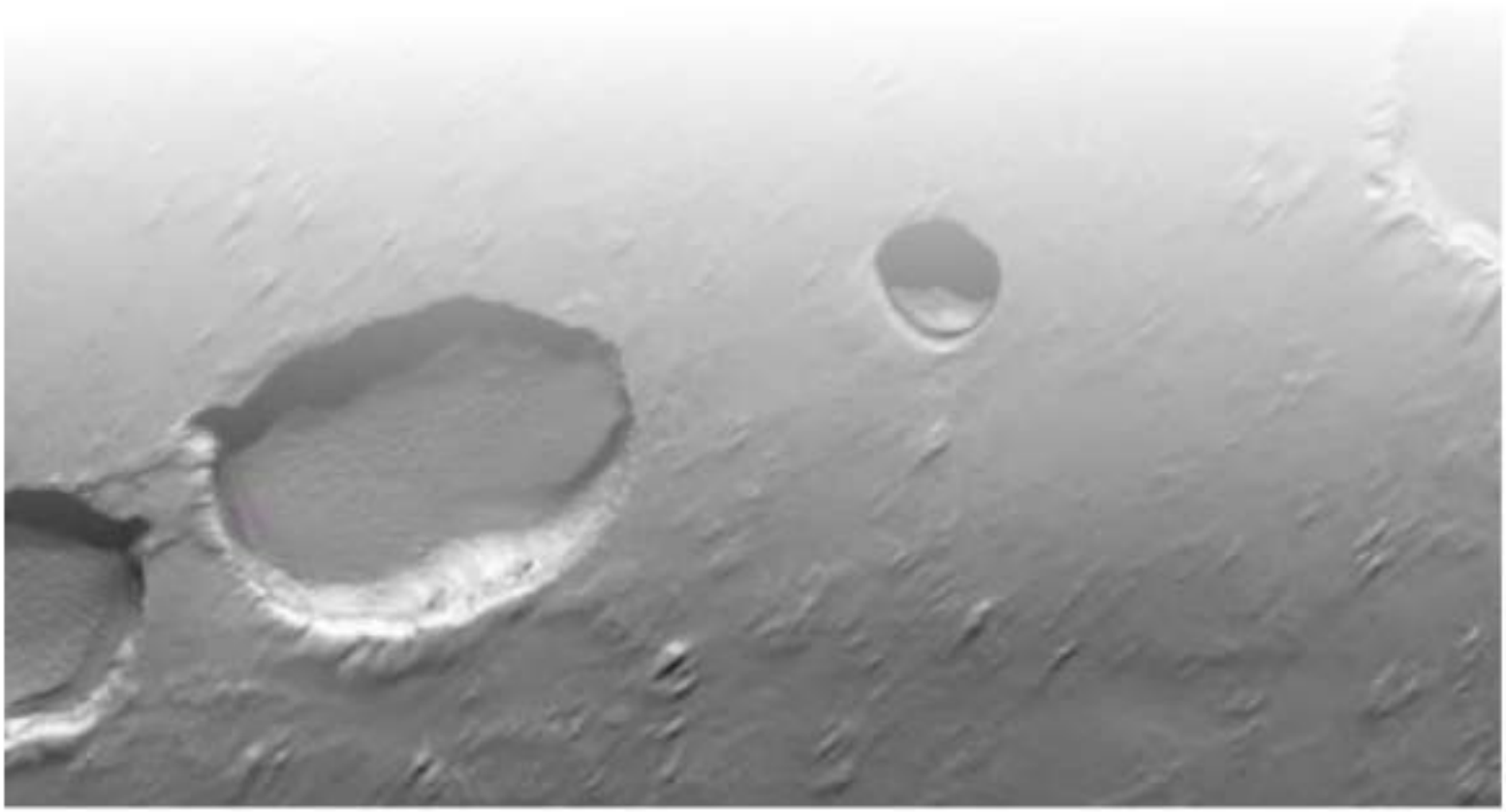

বিরল পাখির আবাস

মণিপুরের রাজাই খুল্লেন গ্রামে প্রথম বার রাজ্য পাখির তকমাপ্রাপ্ত নোং ইন বা মিসেস হিউমস্ ফেজ্যান্টের ছবি ক্যামেরাবন্দি হয়েছে। তার জেরেই, রাজ্য বন দফতর রাজাই খুল্লেনকে বন্যপ্রাণের জন্য সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে।

১৮৮১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা তথা পক্ষী বিশারদ অ্যালান অক্টাঠভিয়ান হিউমের মণিপুর সফরের সময়ে তাঁর স্ত্রী মেরি অ্যান গ্রিন্ডাল হিউম এই পাখি আবিষ্কার করেছিলেন। তাই নোং ইন পাখিপ্রেমীদের কাছে পরিচিত ‘ মিসেস হিউমস্ ফেজ্যান্ট’ নামে। মিজোরাম ও মণিপুরে এই পাখিকে রাজ্য পাখির স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার কোনও ছবি ছিল না। ২০১৬ সালে নাগাল্যান্ডে এই পাখিকে প্রথম বার ক্যামেরাবন্দি করেছিলেন রফিকুল ইসলাম।

এ বছর ১৯ জুলাই মণিপুরের ফটোগ্রাফার ওকেন সানাসাম ও তাঁর তিন সঙ্গী মণিপুরের উখরুল জেলার রাজাই গ্রামের জঙ্গলে নোং ইনের সন্ধান পান। নোং ইনের ছবি ক্যামেরাবন্দি করেন ওকেন। এর পরেই বন ও পরিবেশ মন্ত্রী টি বিশ্বজিৎ সিংহ তাঁদের দফতরে এনে বিষয়টি সম্পর্কে বিশদে খবর নেন।

বিধানসভার চার বিধায়ক পাথর খাদান, অবাধে গাছ কাটা, সংরক্ষণের অভাবে বন্যপ্রাণ ধ্বংস হওয়া নিয়ে সরব হন। সেই প্রসঙ্গেই বিশ্বজিৎ ঘোষণা করেন, মণিপুরে লুপ্তপ্রায় নোং ইন ফের খুঁজে পাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনা । রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবার থেকে কেউ এমন বিরল প্রজাতির পশু-পাখির সন্ধান পেলে তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনি আরো জানান, রাজাই খুল্লেন এলাকার মানুষই গোটা অঞ্চলকে সংরক্ষিত ক্ষেত্র করার প্রস্তাব এনেছেন। রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে আলোচনার পরে সেই ব্যবস্থা করবে।

খুঁজে নাও নিজেকে

"হয়ে ওঠো তুমি বীর মহীয়ান
কাজ আছে যে মেলা
এখনই সময় তৈরী হওয়ার
গড়িয়ে যাচ্ছে যে বেলা "

বিশেষ ব্যক্তিত্ব

প্রথম শিশুসাহিত্যিক হিসেবে সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বময় পুরস্কার পেন পিন্টার প্রাইজ পেলেন ম্যালরি ব্ল্যাকম্যান। হারল্ড পিন্টারের নামাঙ্কিত এই পুরস্কার এমন কাউকে দেওয়া হয়, পিন্টারের ভাষায় যিনি সমাজ ও জীবনের প্রকৃত সত্যকে সাহিত্যে ধারণ করতে দ্বিধাবোধ করেন না, সত্যের পথে যিনি সতত অবিচল। আপ্লুত ব্ল্যাকম্যান বলেছেন, তিনি আশা রাখেন আরো শিশুসাহিত্যিক ও ইয়াং অ্যাডাল্ট ঘরানার লেখকরা এই সম্মান পাবেন। তাঁর কথায়, এই জঁরের লেখকরা সমাজের জটিল সমীকরণ,দুরূহ সমস্যার কথা লিখলেও তাকে সুনিপুণভাবে এক সহজ, বিনোদনমূলক মোড়কে পরিবেশন করেন। এই সম্মান শিশু সাহিত্যর ব্যাপ্তি ও গভীরতাকে নতুন করে চিনিয়ে দেবে বলে প্রত্যাশা করেন তিনি। ব্ল্যাকম্যান ইতিমধ্যে ৭০টিরও বেশি বই লিখেছেন, যার মধ্যে নটস অ্যান্ড ক্রসেস সিরিজটি সবচেয়ে জনপ্রিয়। দাসপ্রথা, বর্ণবিদ্বেষকেও তিনি লেখার বিষয়বস্তু করেছেন।

প্রয়াণ

আলতাফ মামুদের সুরে যে গান পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ভাষা আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছিল, সেই 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...' গানের রচয়িতা ছিলেন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (১৯৩৪-২০২২)। সাংবাদিকতার পাশাপাশি ছিলেন ভাষাসৈনিক, লেখক, কবি, সম্পাদক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা।' ৭১-এ কলকাতায় সাপ্তাহিক জয়বাংলা-তে লিখতেন কলামনিস্ট হিসেবে। আনন্দবাজার পত্রিকা-তেও দীর্ঘদিন লিখেছেন। পরে ব্রিটেনে বসবাস করলেও বাংলাদেশের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি।

প্রধান শিক্ষিকা
শ্রীমতী রূপা ঘোষ।

পরশ পাথর

“Don’t be afraid of change. You may lose something good, but you may find something better”

Gautam Buddha

‘‘মানুষ হও, এবং অপরকে মানুষ হইতে সহায়তা করো’’----

স্বামী বিবেকানন্দ

কমিক্স:- শিক্ষিকা শ্রীমতী কুমকুম নাইয়া।

তুই কে আছিস ? সিঁড়ি আন, আমি মন্দিরের চূড়ায় উঠবো।
বড় মইটা আন, কর্তা বাবু মন্দিরের চূড়ায় উঠবেন।
বড় মইটা আনো কর্তাবাবু মন্দিরের চূড়ায় উঠবেন।
মই চলে এল।
তুমি যাচ্ছো কোথায়! বাহাদুরী আমার সঙ্গে এসো উপরের কাজ দেখবো।
কোন বিপদ না হলেই বাঁচি!
মন্দিরের চূড়ায় পৌঁছে
ভালো কাজ হয়েছে।
তবু ভালো। নইলে .....

রাজমিস্ত্রী! এবার আমি নীচে নামবো! আমায় নামিয়ে দাও!
হুজুর, আপনি যেভাবে উঠেছেন সেইভাবে নামুন!
আমাকে নীচে নামাও
এদিকে জমিদার গৃহিণীও চলে এসেছেন।
কি হবে নায়েব মশাই, কর্তা মন্দিরের চূড়ায় আটকে পড়েছেন। তাঁকে উদ্ধারের ব্যবস্থা একটা কিছু করুন!
কি বিপদ গিন্নিমা কি করি এখন!
তারপর গ্রামে ঢেঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হল।
সুতাবেচার জমিদার পালান চন্দ্র শিব মন্দিরের চূড়ায় আটকে পড়েছেন যে ব্যক্তি ওনাকে উদ্ধার করতে পারবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে...
দুম দুম
ঘোষণা শুনে এক ব্যক্তি এগিয়ে এল। তারপর-
হেই জমিদার অবজ্ঞা বড় মাতব্বর হয়েছিস, নাম দেখি কত ক্ষমতা তোর!
কি...
এরপর সুতাবেচার জমিদার প্রচণ্ড রাগে দিক বেদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মন্দিরের চূড়া থেকে তড়বড় করে নেমে এল। তার মানে ঐ বুদ্ধিমান ব্যক্তির তৎপরতায় পালানচন্দ্র প্রাণে রক্ষা হল।
হিঃ হিঃ হিঃ
না জেনে মাতব্বরি করতে যাওয়ার ফল

মগজাস্ত্র

আটটি ৮ কে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে শুধুমাত্র যোগের সাহায্যে ১০০০ সংখ্যাটি তৈরি করতে পারো নাকি দ্যাখো তো ?

এসো দেশকে চিনি

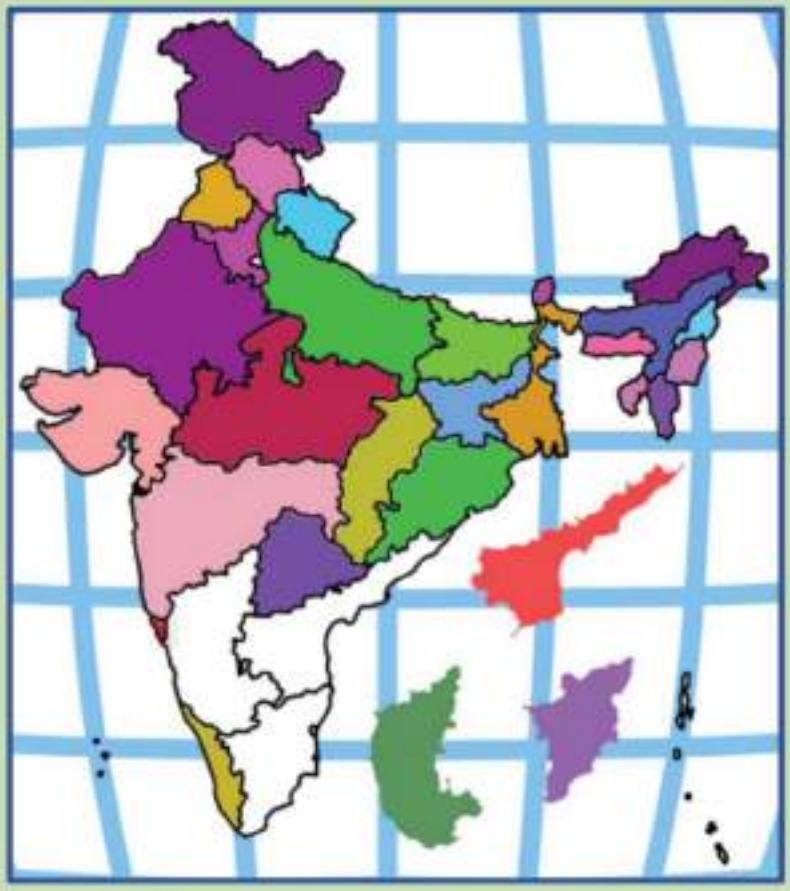

বর্তমানে আমাদের দেশে ২৮ টি রাজ্য ও ৮ টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে।
এখানে ভারতবর্ষের ম্যাপ থেকে তিনটি রাজ্যকে সরিয়ে নিয়েছি। সবুজ, কমলা ও বেগুনী রঙের রাজ্য তিনটির নাম কি তোমরা বলতে পারবে ?

নিজে করি - **খবরের কাগজ ব্যবহার করে Gift Wrap বা উপহারের মোড়ক তৈরি**

উপহার দিতে ও পেতে আমরা সবাই ভালবাসি। আর সেটা যদি হয় সুন্দর মোড়কে মোড়া তাহলে খুব সাধারণ উপহার-ও অসাধারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু হাতের কাছে সবসময় দামী কাগজ বা উপকরণ থাকেনা।
আজ দেখে নাও কিভাবে সাধারণ খবরের কাগজ আর ঘরোয়া উপকরণ দিয়েও আকর্ষণীয় মোড়ক বানিয়ে ফেলা যায়।

গত সংখ্যার উত্তর

কুইজ

বিষয় – রথযাত্রা

১। রথযাত্রার কারণ নিয়ে বিভিন্ন মতামত আছে। প্রচলিত মত অনুযায়ী প্রভু জগন্নাথ তাঁর দাদা বলরাম ও বোন সুভদ্রাকে নিয়ে রাজা ইন্দ্রদুম্যকে দেওয়া কথা অনুযায়ী প্রতি বছর রাণী গুণ্ডিচার বাড়ি ঘুরতে যান। রাণী গুণ্ডিচা পুরীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ইন্দ্রদুম্যের স্ত্রী।

২। জগন্নাথের রথের নাম - নন্দীঘোষ , বলরামের রথের নাম- তালধ্বজ , সুভদ্রার রথের নাম -দর্পদলনা

৩। জগন্নাথদেবের রথে ১৬ টি চাকা থাকে।

৪। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন রথ তৈরির কাজ শুরু হয়।

৫। রাজা ইন্দ্রদুম্য।

৬। পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির ৬৫ মিটার উঁচু।

৭। প্রতি ১২ বা ১৯ বছর অন্তর নব কলেবর অনুষ্ঠিত হয়।

৮। জগন্নাথদেবের মূর্তি নিম কাঠ দিয়ে তৈরি।

৯। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মাথায় একটি অষ্টধাতুর নীলচক্র বসানো আছে। মনে করা হয় সেটি সিগন্যাল ব্যবস্থাকে অকেজো করে দেয়। তাই এই মন্দিরের উপর দিয়ে এরোপ্লেন উড়ে যায়না।

১০। রথ টেনে গুণ্ডিচা মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়।

SUDOKU

1	2	3	4
4	3	2	1
2	4	1	3
3	1	4	2

e- সংযোগ সম্পাদকীয় নীতি

১। সত্যতা যাচাই করা যাবে এরকম তথ্যই এখানে প্রকাশিত হবে।
২। তথ্যগুলির মাধ্যমে কোনরকম রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং বিশেষ আদর্শগত মতামতের প্রচার হবে না। এছাড়া গোষ্ঠীগত বা জাতিগত ভেদাভেদকে প্রশ্রয় দেয় এমন কোন তথ্য বা বিষয় এখানে স্থান পাবে না।
৩। e-সংযোগ প্রকাশনায় এবং সংশ্লিষ্ট সকল কাজে প্রচলিত নিয়মনীতি ও আইন মেনে চলা হবে।
৪। তথ্যগুলি ভারতের জাতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় সংহতি , ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সাম্যের নীতিকে সমর্থন করবে।
৫। আগামীদিনে সম্পাদকমণ্ডলী সিদ্ধান্ত নিয়ে বর্তমানে প্রকাশিত বিষয়গুলির পরিবর্তন করতে পারবেন।
৬। উপরোক্ত সম্পাদকীয় নীতি অনুযায়ী লেখাই e-সংযোগ এ প্রকাশের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। প্রকাশনার অন্য কোনো
নিয়মনীতি এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

সম্পাদকমন্ডলী - রূপা ঘোষ (প্রধান শিক্ষিকা), কৃষ্ণা সিং সর্দার (সহ শিক্ষিকা), মিতুল সমাদ্দার (সহ শিক্ষিকা), পারমিতা চক্রবর্ত্তী (সহ শিক্ষিকা), মধুমিতা মুখোপাধ্যায় (সহ শিক্ষিকা)